

ইসলামি নারী

আকাশ মালিক

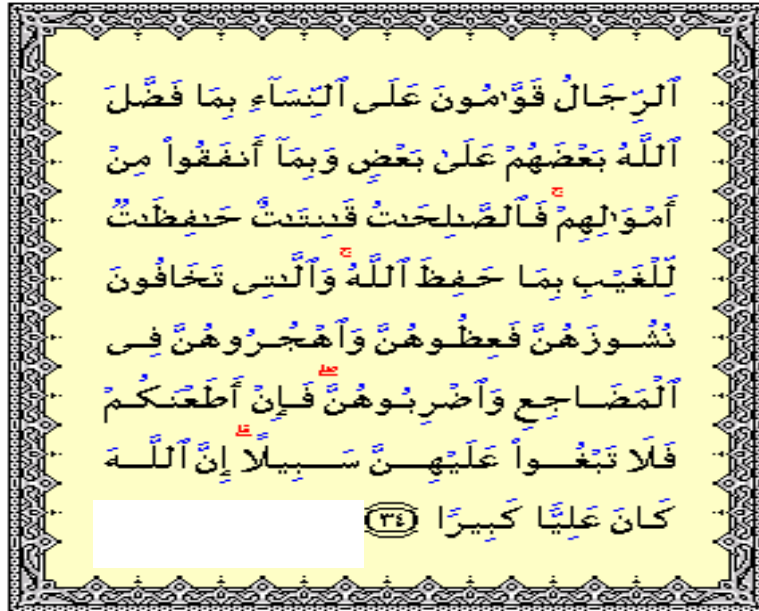
Prisons are built with stones of law, brothels with bricks of religion.
আইনের পাথরে জেলখানা তৈরী আর ধর্মের ইটে বেশ্যালয়। ধর্ম মানেই ভ্রষ্টাচার
আর ভন্ডামি। (চিত্রশিল্পী ও কবি উইলিয়াম রেইক ১৭৫৭-১৮২৭)।

পুরুষ কর্তৃক ধর্ম আবিষ্কারের অন্যতম কারণ অবাধ নারীভোগ। নারীকে জগতের
কোন ধর্ম মানুষ হিসেবে গন্য করেনি, করেছে ভোগ্যপণ্য হিসেবে। পূর্ব-পশ্চিমের
অনেক দার্শনিকগণও তাঁদের লেখায় নারীকে অপমান করেছেন বিভিন্নভাবে।
ইসলামের নবী মুহাম্মদ (দঃ) বলেন ‘আদুনিয়া কুল্লুহুল মাতা- “হে পৃথিবীর
মানবজাতি, এই সারা বিশ্ব তোমাদের উপভোগ্য সম্পদ, ওয়া খাইরু মাতা-ইদুনিয়া
আল্ মারআ তুসালিহা। আর এই উপভোগ্য সম্পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ
তোমাদের স্ত্রী নারী”। বোখারী শরীফ

মাতা বলতে সম্পত্তি, সম্পদ, সামগ্রী, বস্তু বা দখলকৃত কুয়কৃত মাল-ধন বোঝায়।
মাতা কোন অবস্থাতেই কোন অর্থেই মানুষ হয়না, হতে পারেনা। আধুনিক যুগের
তথাকথিত শিক্ষিত মডারেইট মুসলিমগণ সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেয়ার
লক্ষ্যে **মাতা** শব্দটির একটি ইসলামী পরিভাষা আবিষ্কার করেছেন, **অমূল্য সম্পদ**।
স্ত্রী নারী বলতে কি বুঝায় আর নারীর স্ত্রীত্বই বা কিভাবে পরীক্ষা করা হয়?
বিবেককে ধোঁকা দিয়ে অনেকে বলেন কোরআনের বহু শব্দই রূপক অর্থে
ব্যবহৃত। মানুষের কাছে যুক্তিহীন অগ্রহনযোগ্য কথা, গ্রহনযোগ্য করে তোলার
উদ্দেশ্যে ইসলামী পরিভাষা, রূপক, ভাবার্থক এসব বলা হয়। বিখ্যাত আলেম
উলামা, কারী, হাফিজ, মুফতি, মোহাদ্দিস, তফসিরকারক, মৌলানাগণ একে
অন্যকে অপব্যাখ্যাকারী, বে-দাতী এমনকি কাফের বলতেও স্তূনা যায়। কোরআন
যদি হয় আল্লাহর বাণী, হাদীস যদি আল্লাহর অনুমুদিত কথা হয়, ভাষা কেন হবে
অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য? মা তার সন্তানকে বলতে পারেন- আমার সোনা-মণি, আমার
মাণিক-ধন। মায়ের ভালবাসায় কোন শর্ত নেই, কোন বিনিময় মূল্য নেই।
মুহাম্মদের (দঃ) নারী নামমাত্র মূল্যে (মোহরানা) বিক্রী হয় আর তা শ্রেষ্ঠ হয়
(স্ত্রী) শর্ত সাপেক্ষে। মুহাম্মদের (দঃ) স্ত্রীগণের কেউই প্রেম করে ভালবেসে
বিয়ে করেননি। কিশোর আয়েশা (রাঃ) তো ভালবাসা কাকে বলে জানতেনই না।
আর পুত্রবধু জয়নাব তো শাস্ত্রের প্রেমে পড়ার প্রশ্নই উঠেনা। খাদিজার (রাঃ)
কথা আলাদা তবে সেখানেও ভালবাসা নয় সম্পদটাই ছিল মুখ্য। মুহাম্মদ (দঃ)
কিন্তু ভাষার কোন ছল-ছাতুরী করেননি। অন্য একটি হাদীসে তিনি বলছেন-
**‘আল্লাহ্ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাসী তোমাদের যারা দাসী খরিদ করে বিবাহ
করতে চায় তারা যেন এই বলে দোয়া করে- হে প্রভু এই মহিলাকে শয়তানের
কু-মন্ত্রনা থেকে বাঁচিয়ে রেখো, সে যেন আমার জন্য উপকারী হয়, তার মধ্যে
যেন ভাল গুণ থাকে। আর এই দোয়া পড়বে তোমরা যখন উট খরিদ করো।’**
মুহাম্মদ (দঃ) বাঙ্গালী হলে হয়তো বলতেন **‘এই দোয়া পড়বে তোমরা যখন
গাভী খরিদ করো।’**

হুস্ট-পুস্ট দুখাল গাভীর মালিক যে কারণে তাঁর গাভীকে আদর সোহাগ করে,
মানুষের কু-দৃষ্টি ও মশার উপদ্রব থেকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে মশারীর ভেতরে

রাখে, আল্লাহর রাসূল ঠিক সে কারণেই নারীকে ঘোমটা-ঘামটা দিয়ে আদর সোহাগ করতে বলেছেন। আর মুহাম্মদের (দঃ) ধারণা শয়তান নারীকে কু-মন্ত্রনা দিতে সারাক্ষণই তাদের পাশে পাশে ঘোরা-ফেরা করে। একজন মৌলানা যুক্তি দিয়েছেন - বাংলাদেশের অনেক গৃহবধু যাদের মাথায় কিছুক্ষণ আগেও কাপড় ছিলনা, তারা যখন নামাজের আজান পড়ার সাথেসাথে শাড়ীর আঁচল মাথায় টেনে দেন, তখন বুঝতে হবে তাদের মাথায় কিছুক্ষণ আগেও শয়তান বসে ছিল। শয়তান সাধারণত পুরুষের ধারে কাছে খুব একটা আসেনা। আসার দরকারও পড়েনা, কারণ পুরুষ সে নিজেই শয়তান, ধর্ম তারই আবিষ্কার। নারীকে ভোগের ব্যাপারে মুহাম্মদের (দঃ) বক্তব্য পরিষ্কার- ‘পুরুষ যখন, যেভাবে চাইবে নারীকে ভোগ করবে।’ সঙ্গমাসন কেমন হবে তাও নির্ধারণ করবে পুরুষ। এখানে নারীর পছন্দ অমার্জনীয় পাপ। পুরুষের লিঙ্গ জীবনত ও সক্রিয়, নারীর যোনি প্রানহীন আবাদ ভূমি। চাষী তার জমিতে চাষ করবে তার ইচ্ছেমত যখন তখন। মাটি হটুক একপশলা বৃষ্টিভেজা কোমল, অথবা প্রখর রোদ্রে ফেটে চোচির। জমির কিছু করা বা বলার নেই। উট, গাভী ও জমি খরিদ বিকির মতই মোহরানা দিয়ে পুরুষ নারীর যোনি খরিদ করতে পারে। উদাহরণ- মক্কা থেকে মদিনায় আসা মোহাজিরিনদের একজন কোরায়েশ, মদীনাবাসী এক মহিলাকে বিয়ে করেন। ঐ মহিলা ইহুদীদের সাথে বসবাস করতেন। তিনি ইহুদীদের সঙ্গম পদ্ধতি জানতেন। কুরায়েশ বংশীয় সামী যখন তার সাথে, তার পেছন দিক থেকে সঙ্গম করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, মহিলাটি প্রতিবাদ করলো- ‘আমি উপুড় হয়ে শুইতে যাবোনা, তোমার পছন্দ না হয় বিছানা ত্যাগ করতে পারো।’ মোহাজির সাহাবী নবীজীর সুরণাপন্ন হলেন। নবীজী বলেন- ‘মোহরানা দিয়ে তার (নারীর) যোনি খরিদ করে নিয়েছ বিধায় সেখানে যদৃচ্ছা গমন করতে পারো’। অন্যত্র মুহাম্মদ (দঃ) বলেন- ‘স্ত্রীগণ তোমাদের আবাদ ভূমি। তোমরা যখন তখন যেভাবে ইচ্ছা সেথায় গমন করতে পারো’। মুহাম্মদের (দঃ) দৃষ্টিতে নারী উপভোগ্য সামগ্রী, আবাদভূমি ও উপকারী জন্তু বিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোরআন শরীফে সূরা নীসার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন-

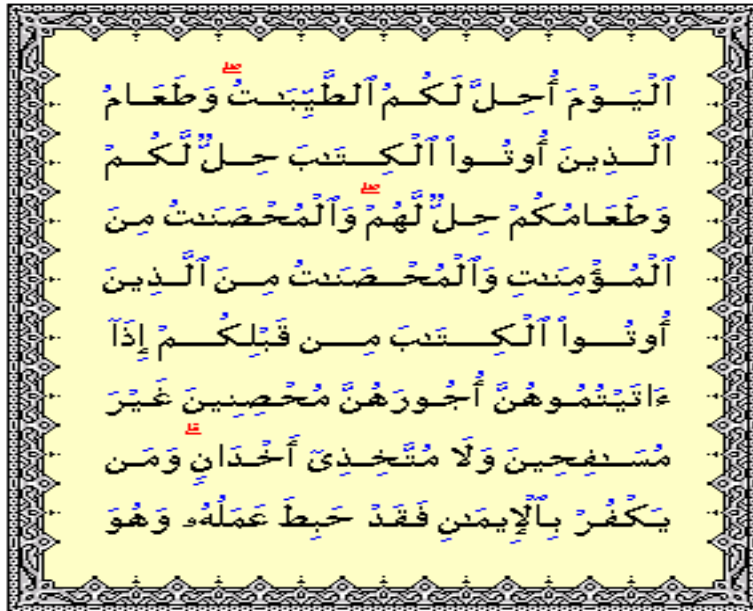


পুরুষ নারীর কর্তা ও রক্ষক। কারণ আল্লাহ্ একে অপরের ওপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। যেহেতু পুরুষ তার উপার্জনের কিছু অংশ নারীর জন্য খরচ করে তাই নারীকে পুরুষের বাধ্য থাকা উচিত। আর তারাই উত্তম নারী যারা তাদের স্ত্রীত হেফাজত করে চলে। নারী যদি পুরুষের অবাধ্য হয়, যদি নারী বিদ্রোহ করে, তাদেরকে প্রথমে বুঝাও, তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে তোমার বিছানায় আসতে নিষেধ করো, তাতেও যদি বশ না মানে, তাদেরকে প্রহার করো, পিটাও। পিটুনী খাওয়ার পরে যদি অধীনতা মেনে নেয়, তাহলে সে নারীর ওপর করুণা করা উচিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান সর্বশক্তিমান।

স্ত্রীকে প্রহার করার সময় কিছুটা করুণা দেখাতে বলা হয়েছে নারীকে চরম অপমান করে পুরুষেরই স্বার্থে। মুহাম্মদ (দঃ) বলছেন- নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের বাম পাঁজরের বক্রহাড় দিয়ে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে ক্রীতদাসীর মত কঠিন শাস্তি দিয়োনা। কঠিন শাস্তি দিলে তারা ভেঙ্গে যাবে কিন্তু শোধরাবেনা, কারণ তারা স্ত্রীভাৱে বাঁকা।

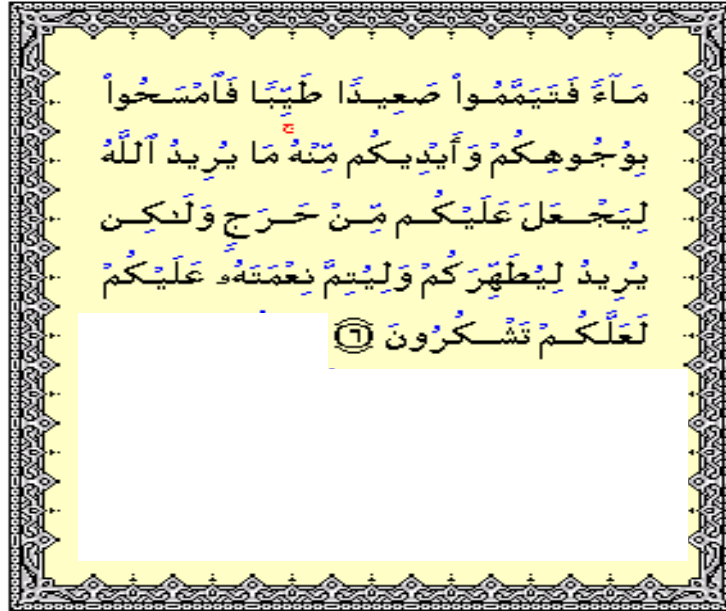
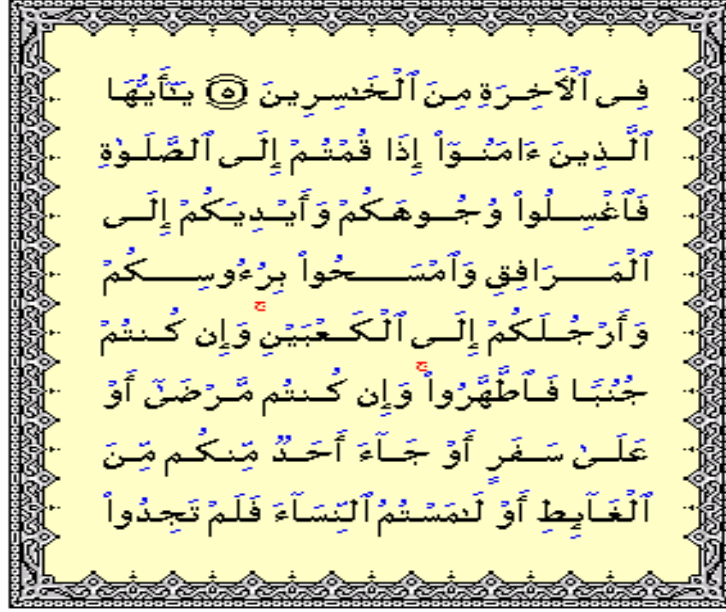
ওয়াজ মাহফিলে অনেক মৌলানা নারীজাতীকে কুকুরের বাঁকা লেজ আর নরম মাটি দিয়ে তৈরী শক্ত হাড়ি পাতিলের সাথে তুলনা করেছেন। স্ত্রীকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে সামীকে সতর্কতা অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়ে মুহাম্মদ (দঃ) আরো বলেন- তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে এমনভাবে প্রহার করবেনা যে, তাদের হাঁড় ভেঙ্গে যায় বা শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে, কারণ দিনের শেষে তোমাদের শয্যায় তাদের প্রয়োজন হতে পারে।

নারী বস্তু ও মাঝে-মাঝে স্পর্শ করলে পুরুষ অপবিত্র হয়। আল্লাহ্ সূরা মাঈদার ৫ম ও ৬ষ্ঠ আয়াতে বলছেন-



আজ তোমাদের জন্য কিছু ভাল বস্তু হালাল করা হলো। যাদেরকে গ্রহ দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য আর তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। আর মুমিনদের মধোর স্ত্রী-স্বামী নারী ও যাদেরকে গ্রহ দেয়া হয়েছে তাদের

সতী-সাপী নারীও হালাল যখন তোমরা মোহরানা আদায় করে, ব্যভিচার করা বা রক্ষিতা হিসেবে নয়। যারা অবিশ্বাসী হলো তাদের সব কিছুই বৃথা গেলো আর তারা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।



হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নামাজের জন্য প্রস্তুতি নাও, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নাও, আর তোমাদের মাথা ও গোড়ালী পর্যন্ত পা মুছেছ করে নাও। আর যদি সঙ্গম পরবর্তি সময়ে থাকো তাহলে গোসল করে নিয়ো। কেউ যদি অসুস্থ হও বা ভ্রমনে থাকো, অথবা পায়খানা থেকে এসেছো বা নারীকে স্পর্শ করেছো, তাহলে মাটি দিয়ে তয়ম্মুম করো আর তা দিয়ে মুখমন্ডল, হাত, পা মুছেছ করে নাও যদি পানি না পাও। আল্লাহ্ চান না তোমাদের কষ্ট হউক, তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে আর যাতে তোমরা পুরুষত হও, ও আল্লাহকে ধন্যবাদ দিতে পারো।

সতী নারীর প্রতি সকল ধর্মেরই প্রবল আগ্রহ লক্ষ্যনীয়। ধর্মের **সতী** মানে সন্দর্ভিত নয়। **সতী** বলতে অক্ষত যোনী বা যে নারীকে পূর্বে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি বুঝায়। ওপরের আয়াতে অমুসলিম **সতী-স্বামী** নারী হঠাৎ করেই কেন হালাল হলো আর মুহাম্মদ (দঃ) যৌবনে প্রায় দ্বিগুণ বয়স্কা, দুইবার বিবাহিতা খাদিজাকে ও বৃদ্ধকালে কুমারী আয়েশাকে (রাঃ) বিয়ে করার মধ্যে ইসলামি **সতী-নারীর** সন্ধান মেলে।

পুরুষ নারীর রক্ষক, শাসক, কর্তা, আর নারী শুধুই পুরুষের সেবা-দাসী উপভোগ্য সম্পদ একথা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুল বহুবার কোরআন হাদিসে উল্লেখ করেছেন। নারীর ওপর পুরুষের মর্যাদা কতটুকু এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলছেন- **‘আমার পরে আর কাউকে সেজদা করার অনুমতি যদি দিতাম তাহলে নারীকে বলতাম তার সামীকে সেজদা করতে।’**

নারীজাতি শারিরিক ও মানসিক উভয়দিক থেকেই দুর্বল, অক্ষম, অপরিপক্ষ, বুদ্ধিহীন, অসংযত। তাই সামী শুধু তার স্ত্রীর দেহের মালিকই নয়, স্ত্রী কর্তৃক অর্জিত টাকা-পয়সা এমনকি তার বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে আসা সম্পত্তিরও মালিক। স্ত্রী তাঁর অথবা তাঁর সামীর যেকোন উপায়ে অর্জিত, রক্ষিত বা সঞ্চিত টাকা পয়সা সামীর অনুমতি ব্যতীত খরচ করতে পারবেনা এমনকি দান খয়রাত করাও নাজায়েজ। ইমাম হজরত নাসায়ী (রঃ) সুত্রে বর্ণিত- নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেন- **কোন নারীর জন্য তাঁর বিয়ের পর তাঁর নিজের মাল হতে কাউকে দান-খয়রাত করা জায়েজ নেই।** কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে- যেহেতু নারী জাতি জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে অপরিপক্ষ, নিজের মালের ওপর তাদেরকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া হলে তারা জ্ঞানের সল্পতা ও বুদ্ধির অপরিপক্ষতার কারণে তা অপাত্রে, অকারণে খরচ করে নষ্ট করে ফেলার সমূহ আশংকা রয়েছে। তাই রাসূলে করিম (দঃ) নারীদেরকে উপদেশ দেন তারা যেন নিজের মাল সামীর পরামর্শ ছাড়া খরচ না করে।

চলবে-